সোমনাথ

প্রসিদ্ধ সংগীত শাস্ত্রকার পণ্ডিত সোমনাথ অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী নগরে বসবাস করতেন। তাঁর জন্ম সময় সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে আনুমানিক ১৬শ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সোমনাথের পিতামহের নাম ছিল মঙ্গনাথ। পিতা মুদ্রল ছিলেন বিদ্বান, ধর্মনিষ্ঠ ও দাতা।

পিতার ন্যায় সোমনাথও ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, ধর্মনিষ্ঠ ও দাতা। এছাড়া তিনি ছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে বিশেষজ্ঞ, বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞ। তাঁর সময়ে সংগীত পদ্ধতি নিয়ে নানারকম মতভেদ ছিল। তাই সংগীত পদ্ধতিকে সঠিক পথের নির্দেশ দেবার জন্য তিনি 'রাগ-বিরোধ' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। ১৬০৯/১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় উভয় সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধেই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তবে তিনি কার কাছে সংগীত শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন কিংবা কিভাবে উত্তরী পদ্ধতি অন্ধ্রে উপস্থিত হয়েছিল এসম্বন্ধে কোনো তথ্য জানা যায়নি। 'রাগ-বিরোধ' গ্রন্থটিতে তিনি নিজে টীকা লিখে গ্রন্থটি সরলীকরণে সাহায্য করেছেন। এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থকারদের মতামত উল্লেখ করে তিনি নিজের মতকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি দক্ষিণী বীণায় ২২টি শ্রুতি বসিয়ে একটি সপ্তকের মধ্যে ২২টি শ্রুতি দেখিয়েছেন। আরোহক্রমিক ষড়জ গ্রাম বোঝাতে তিনি ২২নং শ্রুতি-পর্দায় সা স্বরটি নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে আমরা জেনেছি যে ঠাট ও মেল একই বিষয় নয়। তিনি ২৩টি জনক-মেল ও ৯৬টি ঠাটের কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি প্রথম 'থাট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং প্রথম অলংকার গমকাদির চিহ্নযুক্ত স্বরলিপিটি প্রকাশ করেছেন। যার দ্বারা রাগাদির রূপ নিয়ে মতানৈক্য দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তিনি গ্রন্থটিতে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন 'বিবেক'। প্রথম বিবেক, দ্বিতীয় বিবেক ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে সুন্দরভাবে রাগ আলোচিত হয়েছে। রাগ-রাগিনীর কোনো লিঙ্গভেদ করেননি। তাঁর কাছে রাগ-রাগিনী একই সমভাবাপন্ন। বিভিন্ন রাগের ধ্যানমূর্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রামামাত্যের দক্ষিণী রাগ, রাগার্ণব ও অন্যান্য মতে রাগ-রাগিনীর ভাগ দেখিয়েছেন। নামভেদে বিভিন্ন রাগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেমন — শুদ্ধ রামক্রী হয়েছে দেশিকার, তুরস্কতোড়ী হয়েছে হুসেনী, কর্ণাট হয়েছে কর্ণাট-গৌড় ইত্যাদি। তাঁর মতে একই রাগ দেশ ভেদে ভিন্ন নাম, ভিন্ন স্বরূপ এবং ভিন্ন গায়ন কাল হয়ে থাকে। গ্রন্থটি থেকে টোড়ীর রূপ পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইমনের প্রভাবে নতুন রাগরূপ হয়েছে কল্যাণ। আবার, য়মনকল্যাণ শব্দের মধ্যে ইমন কল্যাণ নামটি পাওয়া যায়।

শিবমত ভৈরব বলে যা আজ প্রচলিত তা পূর্বে ছিল সোমমত ভৈরব। ঐরূপটি সোমনাথের ভৈরবেরই অনুকরণ করা। বেশ কয়েকটি রাগের তিনি প্রচলিত নামের উল্লেখ করেছেন। নিজস্ব পদ্ধতিতে ৯৬০টি মেল তিনি উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু ব্যবহারের জন্যে ২৩টি মেলের কথা বলেছেন।

সোমনাথ একজন উচ্চমানের বীণাবাদক ছিলেন। বীণা সম্বন্ধে অনেক তথ্য তিনিই প্রথম এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। দক্ষিণীবীণায় শুদ্ধ মেল-বীণা ও মধ্য মেলবীণা এই ২টি প্রধান ভেদ দেখিয়েছেন। এই ২টি ভেদকে আবার একরাগ-মেল-বীণা ও অখিল রাগ মেল-বীণা এই ২টি ভাগে ভাগ করেছেন। বীণার তথ্যগুলি স্পষ্ট করবার জন্য নিজেই টাকা লিখেছেন।

১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। সোমনাথ রচিত 'রাগবিরোধ' গ্রন্থটি সংগীতের বহু মৌলিক দিক উদ্‌ঘাটন করেছে বলে সেটি সংগীত সমাজের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সম্পদ হয়ে আছে।